দৈনিক ইত্তেফাক

36

তারিখ ... ... JAN 28 2000...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এইবার বই না পড়িলে উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। নূতন ধারায় ক্লাসে অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার হলে বই খুলিয়াও সহজে উত্তর খুঁজিয়া পাইবে না। তবে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হইবে না। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রবণতা অব্যাহত থাকায় ঢাকা বোর্ডের নেতৃত্বে দেশের সকল বোর্ডের সহযোগিতায় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধারা পরিবর্তন করিয়াছে। এই উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে আগত ৬ শত শিক্ষক, পরীক্ষকের একদিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায়, পরীক্ষায় নকল প্রবণতার কারণসমূহ তুলিয়া ধরিয়া বক্তারা একমত পোষণ করেন যে, আপাততঃ প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন করিয়া শিক্ষা ধ্বংসকারী এই সংকট হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। কর্মশালায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে পড়াশুনা করিতে বাধ্য হয়। নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী বই পড়িয়া পরীক্ষার হলে যাইতে মনোযোগী হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষককেও সিলেবাস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। নূতন ধারায় ১০০ নম্বরের মধ্যে সাধারণ মানের প্রশ্ন থাকিবে ৫০ নম্বর। একটু কঠিন ৩০ নম্বর এবং মাথা খাটাইয়া উত্তর দিতে হইবে ২০ নম্বর। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে আধুনিক ও কৌশলী হইতে বলা হইয়াছে। ইতিপূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী কয়েক বৎসরের প্রশ্ন একত্র করিয়া নূতন প্রশ্ন করা যাইবে না। প্রশ্নের ভাষা এমন করিতে হইবে যাহাতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই বুঝিতে পারে। উদাহরণ দিতে গিয়া সূত্রটি জানায়, অংকের ক্ষেত্রে গৎবাধা নাম পরিবর্তন করা হইবে। ধরা যাক, কোন অংকের মূল টেক্সটে a^2, my অথবা p^2

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এইবার বই না পড়িলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রহিয়াছে। প্রশ্ন করার সময় মূল উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া a-এর জায়গায় y, my-এর জায়গা py, p^2 জায়গায় t^2 দেওয়া যায় কিনা উহা ভাবিয়া দেখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়ার জন্য শিক্ষকদেরকে পরামর্শ দিয়া বলা হইয়াছে, মাথা খাটাইয়া এমন প্রশ্ন করিবেন যাহাতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হয়। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার হলে বই খুলিয়াও যাহাতে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে না পারে।

আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হইতেই এই নিয়ম চালু হইতেছে। এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নের অথবা থাকিবে না। অর্থাৎ ১৫টি প্রশ্ন দিয়া যে কোন ১০টির উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হইবে না। ১০টি প্রশ্ন থাকিলে ১০টিরই উত্তর দিতে হইবে। তবে প্রতি নম্বরের ক্ষেত্রে ক, খ, গ এই তিন ধরনের যে কোন একটির উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকিবে।

চলতি বৎসরের এসএসসি পরীক্ষা ২রা মার্চ হইতে শুরু হইবে। ১৫টি কার্য দিবসের মধ্যে এই পরীক্ষা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। ৫টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৯ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিবে। ইহাদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার, রাজশাহী বোর্ডে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার, যশোর বোর্ডে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার, কুমিল্লা বোর্ডে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এটিএম শরীফুল্লাহ বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী খুবই মেধাবী। কিন্তু নকলকারীদের দৌরাত্ম্যে তাহারা অসহায়। আশা করা যায়, চলতি বৎসর হইতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বিঘ্নে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।